ওয়ারেন্ট গাইডার নীতিমালা

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

ওয়ারেন্ট গাইডার নীতিমালা-২০২১
(হলদে পাখি/গাইড/রেঞ্জার)

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

জাতীয় কার্যালয়, গাইড হাউজ, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৪৮৩১৫৫০১, ৪৮৩১৫৫৯২, ইমেইল : bgguidesho@gmail.com

ওয়েব সাইট : girlguides.org.bd, facebook.com/BggaHQ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ

কাজী জেবুন্নেছা বেগম
জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
ও
অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সংকলন ঃ

সাহেদা হোসেন চৌধুরী
প্রশিক্ষণ কমিশনার, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন।

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ

সালেহা বেগম
ট্রেইনার, জাতীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন।

সম্পাদনা পর্ষদ ঃ

প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ
ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন।
সাবিনা বেগম
জনসংযোগ, প্রচার ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ

পংকজ শর্মা
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
জাতীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন।

অর্থায়নে ঃ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রকাশকাল ঃ জুন, ২০২১
গ্রন্থস্বত্ব ঃ বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন।

সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	ওয়ারেন্ট	০৬
২	ওয়ারেন্ট গাইডার	০৬
৩	ওয়ারেন্ট গাইডারের প্রয়োজনীয়তা	০৬
৪	ওয়ারেন্ট গাইডার নিয়োগের প্রক্রিয়া	০৬
৫	ওয়ারেন্ট গাইডার এর যোগ্যতা	০৭
৬	ওয়ারেন্ট গাইডার এর জন্য শর্তাবলী	০৮
৭	ওয়ারেন্ট গাইডারের দায়িত্ব ও কর্তব্য	০৮
৮	ওয়ারেন্ট গাইডার আবেদন ফরম	০৯
৯	মূল্যায়ন ফরম	১০
১০	**Feedback** ফরম	১১

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের লক্ষ্য হচ্ছে বালিকা, কিশোরী ও তরুণীদের শ্রেনী, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে উত্তম নাগরিকরূপে গড়ে তোলা। গার্ল গাইডের উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারা সমাজে স্বতন্ত্র মাত্রা বহন করে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সাথে গার্ল গাইডের সচেতনতা মূলক শিক্ষা কর্মসূচী মেয়েদের জীবন দক্ষতা অর্জনসহ সমকালীন সমাজে চলার উপযোগী নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে বয়স ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর জন্য নতুন ও পুরাতন নিবন্ধনভূক্ত সদস্যদের উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান গার্ল গাইডের একটি চলমান প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশে গাইড কর্মের পরিধি বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে হলদে পাখি এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাইডিং কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে। বালিকা, কিশোরী, তরুণী সদস্যদের অধিক হারে গাইডের সাথে সম্পর্ক হওয়ার উপর গার্ল গাইড এর সমৃদ্ধি এবং গুণগতমান নির্ভর করে। কোভিড মহামারীর কারণে আগামী বছরগুলোতে আমাদের চ্যালেঞ্জ হলো সকল স্তরের হলদে পাখি, গাইড, রেঞ্জার সদস্য বহুগুণ বৃদ্ধি করতে তৎপর থাকা। তবেই, গার্ল গাইডের ব্যাপ্তি ও প্রবৃদ্ধি বজায় থাকবে।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ওয়ারেন্ট গাইডারের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য ওয়ারেন্ট গাইডার নীতিমালাসহ গাইডের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সহায়িকা আধুনিক ও সময়োপযোগী করে প্রণয়ন ও প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়শনে অনেক অভিজ্ঞ গাইড সদস্য রয়েছেন। ওয়ারেন্ট গাইডার এর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রশিক্ষণার্থীদের আরো সমৃদ্ধ ও বিকশিত করবে বলে আমি মনেকরি। আশা করছি এই নীতিমালা প্রশিক্ষণের অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রশিক্ষণ এর সহায়ক "ওয়ারেন্ট গাইডার" নীতিমালা তৈরী করা হয়েছে বলে আনন্দিত। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের প্রশিক্ষণ কমিশনার সাহেদা হোসেন চৌধুরী আন্তরিক সহায়তা, আঞ্চলিক কমিশনারদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও জাতীয় কার্যালয়সহ সকল অঞ্চলের ট্রেইনারদের সুনির্দিষ্ট পরামর্শে নীতিমালাটি তৈরী করা সম্ভব হয়েছে বলে তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন এর সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং এদেশের নারীরা পর্যাপ্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে যোগ্য নাগরিক ও যথার্থ মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে এটিই একমাত্র প্রত্যাশা।

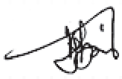

কাজী জেবুন্নেছা বেগম
জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
ও অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনে ওয়ারেন্ট গাইডারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিতে শাখা ও জেলা ভিত্তিক ওয়ারেন্ট গাইডার এর প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা দীর্ঘদিনের।

ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠানের ওয়ারেন্ট গাইডার থাকলেও সংখ্যায় ছিলো অপ্রতুল এবং নীতিমালাটিও সুনির্দিষ্ট ছিলো না। সমগ্র বাংলাদেশে গার্ল গাইডিং কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এর চাহিদা মুখ্য হয়ে দাড়িয়েছে। শাখা ভিত্তিক ওয়ারেন্ট গাইডার উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে অনেক দূর এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। গুণগত মান সম্পন্ন গাইডিং এর সহায়ক “ওয়ারেন্ট গাইডার” নীতিমালা তৈরী করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন এর বর্তমান জাতীয় কমিশনার কাজী জেবুন্নেছা বেগম এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিশ্বে নারীর অগ্রযাত্রার সাথে মিল রেখে নারী দ্বারা পরিচালিত মেয়েদের জন্য এই প্রতিষ্ঠানরে কার্যক্ষেত্র ও চাহিদা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন এর জাতীয় কমিশনারের পরামর্শে এই নীতিমালা তৈরী করতে পেরেছি বলে তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমাকে সহযোগীতা করার জন্য জাতীয় কার্যালয়ের ট্রেইনার সালেহা বেগমকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সাহেদা হোসেন চৌধুরী
প্রশিক্ষণ কমিশনার
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

ওয়ারেন্ট গাইডার
নীতিমালা-২০২১

ওয়ারেন্ট

ওয়ারেন্ট হলো একটি লাইসেন্স বা সনদ যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন একজন গাইডারকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব প্রদান করে। এই সময় ওয়ারেন্ট গাইডার তার উপর প্রদানকৃত দায়িত্ব বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের নির্দিষ্ট অঞ্চলের উপজেলা ও জেলায় পালন করবেন।

ওয়ারেন্ট গাইডার :

ওয়ারেন্ট গাইডার বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন এর ট্রেইনারদের সাহায্যকারী ও বন্ধু হিসেবে কাজ করবেন। তিনি গাইডিং কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবেন। একজন ওয়ারেন্ট গাইডার অঞ্চলের নিজ শাখার সকল কর্মসূচীতে সহযোগিতা করবেন। ওয়ারেন্ট গাইডারগণ জেলা ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ সাব কমিটির সদস্য হতে পারবেন। নির্বাচিত কোন কমিশনার ওয়ারেন্ট গাইডার হতে পারবেন না; তবে কমিশনার্স প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিশনারগণ দীক্ষা দিতে পারবেন।

ওয়ারেন্ট গাইডারের প্রয়োজনীয়তা :

সমগ্র বাংলাদেশে গাইডিং সম্প্রসারণ ও মানসম্মত গাইডিং এর নিশ্চয়তার জন্য ওয়ারেন্ট গাইডার গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রতিটি জেলা পর্যায়ে শাখা ভিত্তিক ওয়ারেন্ট গাইডার থাকলে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গাইডিং অনেক গতিশীল ও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

ওয়ারেন্ট গাইডার নিয়োগের প্রক্রিয়া :

- ❖ বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন জাতীয় কার্যালয় হতে ওয়ারেন্ট গাইডার এর জন্য নির্দিষ্ট ফরমের মাধ্যমে আবেদন আহ্বান করে প্রতিটি অঞ্চলে চিঠি প্রেরণ করবে।
- ❖ প্রতিটি অঞ্চলের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/মুক্তদল এর গাইডারগণ, ওয়ারেন্ট গাইডার হতে ইচ্ছুক তিন শাখার (হলদে পাখি, গাইড ও রেঞ্জার) গাইডারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে আবেদন আহ্বান করবে।
- ❖ আগ্রহী শাখা ভিত্তিক গাইডারগণ আবেদন ফরম পূরণ করে জেলা কমিশনারের সুপারিশ সহ অঞ্চলে প্রেরণ করবেন।
- ❖ অঞ্চল গাইড সদস্যদের সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি যাচাই বাছাই কমিটি গঠন করবে।
- ❖ গঠিত কমিটি প্রাপ্ত আবেদন পত্রসহ গাইডারগণের শারীরিক যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে যাচাই বাছাই করে নির্বাচিত গাইডারগণের তালিকা আঞ্চলিক কমিশনারের সুপারিশসহ জাতীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।
- ❖ পরবর্তীতে জাতীয় কার্যালয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।
- ❖ প্রশিক্ষণ শেষে নির্ধারিত সময়ের (২ বছর) জন্য ওয়ারেন্ট প্রদান করা হবে। মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই ওয়ারেন্ট নবায়নের আবেদন করতে হবে।
- ❖ ওয়ারেন্ট গাইডারের উপর ন্যাস্ত দায়িত্বের নির্ধারিত সময় শেষে আঞ্চলিক ও জাতীয় প্রশিক্ষণ সাব কমিটির দ্বারা যাচাই বাছাইর পরে কেবল মাত্র জাতীয় কার্যালয়েই ওয়ারেন্ট নবায়ন করবে।

- জাতীয় কার্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে অনুরূপ প্রক্রিয়ায় অঞ্চল ওয়ারেন্ট গাইডারের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারবে।
- ওয়ারেন্ট গাইডারদের এসোসিয়েশন কর্তৃক ধার্যকৃত হারে সম্মানী ও যাতায়াত ভাতা (দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে) প্রদান করা হবে।
- জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ওয়ারেন্ট গাইডারগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে মাসিক সম্মানী প্রাপ্ত হবেন।

বিঃদ্রঃ ৫ম জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক অঞ্চল নিজ সুবিধা অনুযায়ী ওয়ারেন্ট গাইডারদের সম্মানী ধার্য করবে। যাতায়ত এর প্রকৃত খরচ পৃথক ভাবে গণ্য হবে।।

ওয়ারেন্ট গাইডার এর যোগ্যতা :

- বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের তিন শাখার গাইডার/প্রাক্তন গাইডারগণ ওয়ারেন্ট গাইডার হতে পারবেন।
- বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন হতে দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গাইডার হতে হবে।
- বয়স সীমা ৩০-৬৫ বছর।
- গাইডার হিসেবে ৪ বছরের সক্রিয় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।
- সমাজ সেবায় উৎসাহী এবং গাইডিং এ সময় দিতে আগ্রহী।
- ঝাঁক/গাইড কোম্পানী/রেঞ্জার ইউনিট পরিচালনায় দক্ষতা সম্পন্ন।
- গার্ল গাইডের উদ্দেশ্য ও আদর্শ অনুসারে কর্মসূচি পরিচালনায় দক্ষতা সম্পন্ন ।
- রিক্রুট টেস্ট, গাইড টেস্ট, রেঞ্জার টেস্ট কার্ড, বয়স ভিত্তিক যাত্রা, ক্যাম্প, নৈপুণ্য সূচক ব্যাজ অর্জনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করার জন্য আগ্রহী।
- গাইডের মিশন, ভিশন ও লক্ষ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ।
- আচরণে সহানুভুতিশীল ও ধৈর্যশীল।
- গাইডিং এর সকল কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে আগ্রহী।
- গার্ল গাইডের বই, লিফলেট, গাইড বার্তা ইত্যাদি ব্যবহারের প্রতি আগ্রহী।
- যুগোপযোগী কর্মসূচী গ্রহণে আগ্রহী।
- মনোনীত হবার ৬(ছয়) মাসের মধ্যে ওয়ারেন্ট গাইডার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।
- ওয়ারেন্ট গাইডার অবশ্যই শাখা ভিত্তিক গাইডার বা শিক্ষিকার সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন হবেন।

শর্তাবলী :

- একজন গাইডার শুধুমাত্র একটি শাখার ওয়ারেন্ট গাইডারের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
- হলদে পাখি ঝাঁক/গাইড কোম্পানী/রেঞ্জার ইউনিট খোলার জন্য অঞ্চল ও জেলা গার্ল গাইডস এসোসিয়েশনের সহযোগীতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ ও দল খুলতে সহযোগীতা করবেন।
- গাইড কর্মসূচী উন্নয়নের জন্য কমিশনার ও অফিস কর্মকর্তার (ট্রেইনারদের) সাথে আলোচনান্তে কর্মসূচীতে সহযোগীতা করবেন এবং রিফ্রেসার্স কোর্সে অংশগ্রহণ করবেন।
- জাতীয় কার্যালয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে ওয়ারেন্ট গাইডার গাইডের কোন রকম বই ও ব্যাজ প্রকাশ করতে পারবেন না।
- নির্দিষ্ট শাখার প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময় সহযোগিতা করতে ওয়ারেন্ট গাইডার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।
- ওয়ারেন্ট গাইডার অঞ্চলের প্রয়োজনে সকল জেলাতে কাজ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন ।
- ২ বছরের জন্য জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ওয়ারেন্ট প্রদান করা হবে যা বিগত বছরের কার্যক্রমের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ওয়ারেন্ট নবায়ন যোগ্য হবে।
- ওয়ারেন্ট গাইডারগণ আবেদন ফরমের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতিপত্র সংযুক্ত করবে।
- ওয়ারেন্ট গাইডার এক বছরে অন্তত: দশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দল খুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।
- ওয়ারেন্ট গাইডার নিজ শাখায় প্রয়োজনীয় কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবেন।

ওয়ারেন্ট গাইডারের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

ওয়ারেন্ট গাইডারের মূল দায়িত্ব এলাকায় গাইডিং সম্প্রসারণ। এই লক্ষ্যে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দল খোলা হয়নি সেই সকল প্রতিষ্ঠানে পরিপত্র ও এন্ট্রি ফরম নিয়ে দল খোলায় সচেষ্ট থাকবেন।

- ট্রেইনারকে প্রশিক্ষণের সময় সহযোগিতা।
- পরিপত্র বাস্তবায়নে সহায়তা।
- রেজিস্ট্রেশন নবায়ন।
- গাইডের কর্মসূচী পালন।
- জেলা/আঞ্চলিক কমিশনারের অবগতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট শাখার মেয়েদের কোর্স সম্পন্ন হবার পর পরীক্ষা গ্রহণ ও দীক্ষা দান ।
- দীক্ষা প্রাপ্ত মেয়েদের জন্য নৈপূণ্য সূচক ব্যাজ প্রাপ্তির সহায়তা প্রদান।
- বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গাইড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পরিদর্শন।
- প্রতি ২ মাস অন্তর জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়ে নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতিবেদন প্রেরণ।
- ওয়ারেন্ট গাইডার ব্যক্তিগত উদ্যোগে মুক্ত দল পরিচালনা করতে পারবেন।
- এসোসিয়েশন প্রয়োজনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়ারেন্ট গাইডার দ্বারা দল পরিচালনা করতে পারবে।
- ওয়ারেন্ট গাইডারগণ সংশ্লিষ্ট কাজের বিষয়ে এসোশিয়েশনে যোগাযোগের জন্য যে কোন মাধ্যম যেমন- মোবাইল, টেলিফোন, ইন্টারনেট, ই-মেইল ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবেন।

ওয়ারেন্ট গাইডার আবেদন ফরম

১. গাইডারের নাম ঃ বাংলা---
ইংরেজী ---
২. ই-মেইল --- মোবাইল/ফোন ঃ ----------------------------
৩. বয়স ঃ ------------ জন্ম তারিখ ঃ ------------------------ স্কুল/অফিস ----------------------------------
৪. প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ বাংলা --
ইংরেজী ---
৫. যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ---
৬. পোস্ট কোড ঃ ----------------------- থানা ঃ ------------------------------ জেলা ঃ ------------------
৭. হলদে পাখি গাইডার/ গাইড গাইডার/রেঞ্জার গাইডার প্রশিক্ষণের তারিখ ঃ ---------------------------------------
স্থান ঃ --
৮. দীক্ষা প্রদানকারী নাম ঃ ---
৯. শিক্ষাগত যোগ্যতা : ----------------------- জাতীয়তা ঃ -------------------- ধর্ম:-----------------------
১০. জাতীয় পরিচয় পত্রের নাম্বার :---
১১. গাইডিং এর অভিজ্ঞতা :---
১২. অন্যান্য প্রশিক্ষণ থাকলে : --
১৩. গার্ল গাইডিং এর কোন কাজের জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন কি? --
১৪. অন্যান্য গুণাবলি/শখ : ---
১৫. গাইডের গান জানেন কি? --------------- হ্যাঁ/না -------------
১৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত গাইডারগণ ওয়ারেন্ট গাইডার হিসেবে প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন কি? --

প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ------------------- সীল ----------------------- টেলিফোন/ফ্যাক্স ঃ -------------

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

উপজেলা ঃ --------------------------- জেলা ঃ ----------------------------- অঞ্চল ঃ -------------------
স্থানীয় কমিশনার/জেলা কমিশনারের মন্তব্য ঃ ---
ট্রেইনারের মন্তব্য ঃ --

আঞ্চলিক কমিশনারের
স্বাক্ষর ও তারিখ

ওয়ারেন্ট গাইডার বাৎসরিক মূল্যায়ন ফরম

গাইডারের নাম ঃ .... শাখা ঃ ....

সময়কাল ঃ .... অঞ্চল ঃ ....

কর্মক্ষমতাঃ	মোটামুটি	ভালো	খুব ভালো
❖ কাজ সম্পর্কে জ্ঞান			
❖ সংগঠক কেমন			
❖ কাজের প্রতি আগ্রহ			
❖ প্রতিষ্ঠানের অবদান			
❖ সৃজনশীলতা			
❖ দলগত কাজ			
❖ তৎপরতা			
❖ সময় জ্ঞান			
❖ ব্যক্তিত্ব			
❖ কাজের গুণগতমান			

❖ শক্তিশালী ক্ষেত্র (৬টি ক্ষেত্র) ঃ

দীক্ষাদান ☐ নৈপূণ্য সূচক ব্যাজ ☐ কার্ণিভাল ☐ ঝাঁক অবকাশ/ক্যাম্প ☐

প্রশিক্ষণ ☐ দলগঠন ☐

❖ দুর্বল ক্ষেত্র ঃ

দীক্ষাদান ☐ নৈপূণ্য সূচক ব্যাজ ☐ কার্ণিভাল ☐ ঝাঁক অবকাশ/ক্যাম্প ☐

প্রশিক্ষণ ☐ দলগঠন ☐

আচরণ ঃ

❖ ভালো দিক..

❖ দুর্বল দিক ....

❖ আরো কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হলে উল্লেখ করুন ঃ ....

....

❖ মন্তব্য ও সুপারিশ ঃ..

....

ট্রেইনার জেলা কমিশনার আঞ্চলিক কমিশনার

ওয়ারেন্ট গাইডার পুনর্নিবেশ (Feedback) ফরম

গাইডারের নাম ঃ .... শাখা ঃ ....

সময়কাল ঃ ....

অঞ্চল...

❖ গত বছর আপনার সব চেয়ে বড় সাফল্য কি ছিলো? ....
....
....

❖ আপনার দুর্বলতা কি ছিলো? ....
....
....

❖ কাজ করতে কি কি অসুবিধা হয়েছে ঃ..
....

❖ কাজ করতে আপনার কি কি ভালো লেগেছে ঃ ....
....
....

❖ অন্যান্য (যা আপনি আলোচনা করতে চান) ঃ ....
....

❖ মন্তব্য ঃ ....
....

স্বাক্ষর ও তারিখ

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

জাতীয় কার্যালয়, গাইড হাউজ, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা - ১০০০

ফোন : ৪৮৩১৫৫০১, ই-মেইল : bgguidesho@gmail.com

ওয়েব সাইট : girlguides.org.bd, Facebook.com/BggaHQ

Creation & Printing : SP Enterprise, 01974-943779